আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: রাজশাহী

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. হাসান আজিজুল হক, (সভাপতি) আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: রাজশাহী, লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।
২. মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, *দ্য ডেইলি স্টার।*
৩. এম হাফিজউদ্দিন খান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল ও সদস্য, নাগরিক কমিটি ২০০৬।
৪. ডা. সুলতান আহমেদ, সভাপতি, প্রবীণ হিতৈষী সংঘ।
৫. অ্যাডভোকেট রওশন আরা পপি, চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, রাজশাহী ও যুগ্ম সম্পাদক জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, রাজশাহী মহানগর কমিটি।
৬. অ্যাডভোকেট হামিদুল হক, সাধারণ সম্পাদক, বার অ্যাসোসিয়েশন, রাজশাহী।
৭. মোহাম্মদ জামাত খান, আহ্বায়ক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।
৮. রওশন আরা বেগম কেয়া, শিক্ষক, হেতেমখাঁ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
৯. অ্যাভোকেট নাসরীন লুবনা, গবেষণা ফেলো, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০.দিলসেতারা চুনি, বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, রাজশাহী।
১১.ফেরদৌস আহমেদ উজ্জ্বল, ছাত্র, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১২.কাজী লাবণ্য, সদস্য, রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ।
১৩.কামরুজ্জামান রানা, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, রাজশাহী জেলা সংসদ।
১৪.দিলরুবা শওকত, চেয়ারম্যান, সেপা সোসাইটি।
১৫.মোহাম্মদ সুলতান মাহ্মুদ, ছাত্র।
১৬.শিবলী নোমান, রাজশাহী ব্যুরো প্রধান, *সমকাল।*
১৭.শফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাব, রাজশাহী।
১৮.মাহতাব উদ্দিন, সম্পাদক, সাপ্তাহিক *গণখবর।*
১৯.প্রফেসর জিল্লুর রহমান, সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।
২০.অধ্যাপক মলয় ভৌমিক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২১.অধ্যাপক শাহ আজম শান্তনু, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২২.প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৩.অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম রেজা, আহ্বায়ক, সচেতন নাগরিক কমিটি, টিআইবি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
২৪.মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার স্বপন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি, রাজশাহী।
২৫.অ্যাডভোকেট মাহমুদা নার্গিস, ব্লাস্ট, রাজশাহী ইউনিট।
২৬.অ্যাডভোকেট আব্দুল হাদি, সাবেক মেয়র, রাজশাহী।
২৭.সদরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, পরিবহন মালিক সমিতি, রাজশাহী।
২৮.মোহাম্মদ সদর আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সপুরা সিল্ক মিলস লিমিটেড, রাজশাহী।
২৯.সাজ্জাদ হোসেন মুকুল, চেয়ারম্যান, শিলমাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ, পুঠিয়া, রাজশাহী।
৩০.মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, বাধাউর ইউপি, মুন্ডুমালা, রাজশাহী।

৩১.এ কে এম খাদেমুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন, রাজশাহী।
৩২.মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ নওশের আলী, সহসভাপতি, রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমী।
৩৩.অনিল মারাণ্ডী, সভাপতি, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ।
৩৪.রুহুল ইসলাম, ডিরেক্টর, ইংলিশ চেম্বার, রাজশাহী।
৩৫.রোজেটি নাজনীন, নির্বাহী পরিচালক, এপিআরডি।
৩৬.আরাফাত আলী সিদ্দিক, ছাত্র, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৭.মঞ্জুআরা খাতুন, প্রতিনিধি, *ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস।*
৩৮.কল্পনা রায়, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ।
৩৯.ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৪০.প্রফেসর রহমতউল্লাহ ইমন, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৪১.প্রফেসর খায়রুল আলম খান, সাবেক প্রজেক্ট ডিরেক্টর, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
৪২.মোহাম্মদ বখতিয়ার রানা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্কুল অব বিজনেস, আহসান উল্লাহ টেকনোলজি, রাজশাহী ক্যাম্পাস।
৪৩.প্রফেসর মুহম্মদ মিজানউদ্দিন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৪৪.অ্যাডভোকেট এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম।
৪৫.অধ্যাপক ফজলুল হক, সভাপতি, সুপ্র, রাজশাহী।
৪৬.মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, রাজশাহী মহানগর।
৪৭.অ্যাডভোকেট শান্ত কুমার মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক, গোদাগাড়ী নাগরিক কমিটি।
৪৮.অ্যাডভোকেট এণ্তাজুল হক বাবু, কেন্দ্রীয় সহসভাপতি, বাংলাদেশ যুবমৈত্রী।
৪৯.ওহিদুর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য।
৫০.এ এইচ এম রেজাউল হক রিজভী, সভাপতি, রোটারি ক্লাব অব রাজশাহী।
৫১.মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর, মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক পরিচালক, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি।
৫২.আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, রাজশাহী মহানগর।
৫৩.ড. গোলাম সাব্বির, সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫৪.অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, রাজশাহী জেলা।
৫৫.মনজুর আহসান মিঠু, পরিচালক, স্বনির্ভর কৃষক।
৫৬.আলাউদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক, রাজশাহী জেলা বিএনপি।
৫৭.প্রফেসর প্রিয়ব্রত পাল, সভাপতি, হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যব্যবস্থা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫৮.ড. চৌধুরী সারোয়ার জাহান, জিওলজি অ্যান্ড মাইনিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৫৯.অধ্যাপিকা জিনাতুন্নেসা তালুকদার, সাবেক প্রতিমন্ত্রী।
৬০.অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কামরুল মনির, পিপি, জজকোর্ট, রাজশাহী।
৬১.অধ্যাপক সাইদুর রহমান খান, সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬২.সরদার আমজাদ হোসেন, সাবেক মন্ত্রী।
৬৩.ফজলে হোসেন বাদশা, কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরো সদস্য, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি।
৬৪.এহসানুল আমিন ইমন, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসিডি।

৬৫.গোলাম মোস্তফা মামুন, সম্পাদক, সাপ্তাহিক *উত্তর জনপদ।*
৬৬.আনিসুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৬৭.সাবের আহমেদ চৌধুরী, জানিপপ।
৬৮.শাকিলা আক্তার, জানিপপ।
৬৯.দেবাশীষ প্রামাণিক দেবু, সদস্য, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।
৭০.খায়রুল আক্তার, সদস্য, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।
৭১.এভারিস্ট হেমব্রম, আদিবাসী নেতা ও পরিচালক, সংকল্প সোসাইটি।
৭২.আলমগীর কবির তোতা, সাধারণ সম্পাদক, গোদাগাড়ী সুশীল সমাজ মঞ্চ।
৭৩.মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, শিক্ষক গোদাগাড়ী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
৭৪.অঙ্কুর সেন, আইনজীবী।
৭৫.মোহাম্মদ আতিকুর রহমান লাবু, সাধারণ সম্পাদক, সার্স।
৭৬.মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদ, রাজশাহী জেলা শাখা।
৭৭.দুলাল আবদুল্লাহ, স্পোর্টস রিপোর্টার, *প্রথম আলো।*
৭৮.ড. এম খায়রুল আলম খান, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৯.এনামুল হক, আইনজীবী।
৮০.আফজাল হোসেন, উন্নয়নকর্মী।
৮১.খাজা তারেক, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।
৮২.মোর্শেদ কোরেশী স্বপন, মুক্তিযোদ্ধা।
৮৩.মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, সদস্য সচিব, প্রদেশ বাস্তবায়ন পরিষদ, রাজশাহী।
৮৪.আ ন ম ওয়াহিদ, সহযোগী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৫.হেলাল উদ্দিন, সদস্য, রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ।
৮৬.সরকার শরীফুল ইসলাম, স্টাফ রিপোর্টার, *দি ইনডিপেনডেন্ট।*
৮৭.মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, সম্পাদক, *সোনালী সংবাদ।*
৮৮.ফয়েজুল্লাহ্ চৌধুরী, সম্পাদক, বরেন্দ্র উন্নয়ন ফোরাম।
৮৯.অ্যাডভোকেট এস এম এমদাদুর রহমান, আহ্বায়ক, রাজশাহী হাইকোর্ট সার্কিট বেঞ্চ।
৯০.মোহাম্মদ সওদাগর, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা সংসদ।
৯১.ফরিদ আক্তার পরাগ, সভাপতি, রাজশাহী ফটোগ্রাফিক সোসাইটি ও ফটো সাংবাদিক, দৈনিক *ইনকিলাব।*
৯২.গোলাম আরিফ টিপু, ভাষাসৈনিক ও প্রবীণ আইনজীবী।

সমন্বয়কারী
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূ চ না প র্ব

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২১ একটি বিশেষ বছর। আপনারা জানেন, এ বছর বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে। অর্থাৎ একটি প্রজন্মের সামগ্রিক চেষ্টার ফলাফল। ৫০ বছরের সামগ্রিক ফলাফল। আমরা একটি নাগরিক আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে চেয়েছি। আমরা কী চাই, একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের দেশ,

জাতি, রাষ্ট্রনেতা রাজনীতিবিদদের কাছে আকাঙ্ক্ষা কী। ২২টি মৌলিক নাগরিক আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই রূপকল্পকে লক্ষ্য করে আমরা আটটি অভীষ্ট নির্দিষ্ট করেছি। আটটি অভীষ্ট যেটা করা হয়েছে, এই লক্ষ্যগুলো এক ধরনের সাধারণ চরিত্র। যে চরিত্রটি বাংলাদেশ ২০২১ সাল নাগাদ অর্জন করবে বলে আমরা আশা করছি। এই যে আকাঙ্ক্ষা আর বাস্তবতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটা কীভাবে নিরসন হবে সেটা আজকে আপনারা বলবেন। ২০২১ সাল নাগাদ যে আটটি লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করেছি। সে লক্ষ্যগুলোকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিশেষজ্ঞ আলোচনা শুরু হয়েছে ঢাকায়। ২০২১ সাল নাগাদ, আমরা যে লক্ষ্য, অভীষ্ট নিয়ে এগোচ্ছি সেটা হলো ২০২১ সালে বাংলাদেশ একটি অংশগ্রহণভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। দ্বিতীয়ত, সেই দেশে একটি স্বচ্ছ দক্ষ জবাবদিহিপূর্ণ বিকেন্দ্রীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা বা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, দারিদ্র্য বিমোচিত মধ্য আয়ের দেশে আমরা পরিণত হব। চতুর্থত, একটি দক্ষ, সৃজনশীল দেশে আমরা রূপান্তরিত হব। দেশ একটি সবল স্বাস্থ্য সম্পদময় জাতি হিসেবে পরিণত হবে। পঞ্চমত, একটি বৈশ্বিক কাঠামোর মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত হব। ষষ্ঠত, সুসংহত ও টেকসই একটি প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে উঠবে এই দেশে সেই সময়। শেষ এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাম্যভিত্তিক, সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক একটি দেশে আমরা পরিণত হব। এগুলো হলো আমাদের মৌলিক রূপকল্পের কতগুলো অভীষ্ট লক্ষ্য।

আমরা চেয়েছি রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতর গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করবে। একটি সুষ্ঠু নির্বাচনব্যবস্থা, একটি বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনব্যবস্থা দেশে থাকবে। নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে স্বচ্ছ ও পরিমিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা থাকবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসবে। পারস্পরিক শ্রদ্ধাশীল একটি বিতর্কধর্মী রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। একটা কার্যকর সংসদ থাকবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নারীরা সংসদে যাবেন। তথ্য অধিকার বিধির বাস্তবায়ন ঘটবে। সব ধরনের মানুষ দেশের পূর্ণ অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা ও আইনের শাসন পাবে। স্বাধীন ও দুর্নীতিমুক্ত বিচারব্যবস্থা থাকবে। দলীয় প্রভাবমুক্ত সুদক্ষ জনপ্রশাসন থাকবে। প্রয়োজনীয় কতৃত্বসহ নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকবে। রাষ্ট্রপতির অধিকার বাড়ানোর ব্যাপারেও পরামর্শ এসেছে। একটি সদাসচেতন কর্মোদ্যোগী নাগরিক সমাজ থাকবে।

আমার মনে হয় জাতীয় এই নাগরিক সমাজের একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল অংশকে নিয়ে আজ আমরা রাজশাহীতে মিলিত হয়েছি। আমরা মনে করি রাজশাহীর আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আ লো চ না

মাহফুজ আনাম

সবসময় আমরা দেশ সম্পর্কে কথা বলার অধিকার রাখি। বিশেষ করে নির্বাচনের আগে তো বটেই। আমি কথা বললে আপনারা কথা বললে সেটা অরাজনৈতিক প্রক্রিয়া কেন হবে। আর শুধু রাজনৈতিক দলগুলো বললেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কেন হবে। হ্যাঁ, যারা পেশাগতভাবে রাজনীতি করেন, তারাই নির্বাচন করে ক্ষমতায় যাবেন। কিন্তু আমি কথাটা কি বলার অধিকার রাখি না! আমার বলার অধিকার নেই? আমি এ দেশের একজন নাগরিক। এ দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে সে সম্বন্ধে আমি কথা বলবই। সেটা কোনো অরাজনৈতিক ব্যাপার নয়। আমরা সিপিডি, ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, চ্যানেল আই সবাই মিলে এ কাজটুকুই করছি।

আমি মনে করি ভোটার হিসেবে নাগরিক হিসেবে আমার শির আরও উচ্চে উঠতে হবে। আমাকে কেউ যেন গ্রান্টেড বলে ধরে না নেয়। আমি কারও পকেটের সম্পত্তি নই। আমি স্বাধীন দেশের একজন গণতান্ত্রিক পরিবেশের একজন দাম্ভিক উচ্চশিরসম্পন্ন ভোটার। আপনাদের সঙ্গে আপনাদের হৃদয়ে আপনাদের ভেতরে এই দম্ভ আমি জাগাতে চাই। এবং সেটা জাগানোর ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সফল যদি

আমরা হই, তাহলে আমাদের উদ্যোগের সফলতা আসবে। আমরা মনে করি, নির্বাচন হচ্ছে আপনার-আমার সময়। নির্বাচনের পর যারা গদিতে যান, তাদের দেশ চালানোর সময় এবং যারা অপজিশনে থাকেন তখন পার্লামেন্টে গিয়ে তাদের ভালোমন্দ বলার সময়টাও আপনার-আমার সময়। আপনার-আমার প্রভাবটা বেশি হয় এই নির্বাচনের সময়, আপনার-আমার এখন আরও সচেতন হওয়ার সময়। নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা সঠিক সরকার চাই। সেই সঠিক সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হতে হবে। অনেকেই মনে করেন, নির্বাচনের পর আমি যেভাবে খুশি দেশ চালাব। জি না। আপনাকে আমি দেশ ইজারা দিইনি। আপনি কতগুলো সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে এসেছিলেন, বক্তব্যগুলো আমরা বিশ্বাস করেছি এবং সেই বক্তব্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য আমরা আপনাকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছি। আপনারা ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন। ভোটারেরা ক্ষমতায় পাঠিয়েছে। তারা আমাদের কাছে সর্বক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। সেই দায়বদ্ধতাটা প্রচণ্ড চিৎকারে দাবি করি না বলেই তারা মনে করেন আমাদের কাছে তারা দায়বদ্ধ নন। আমি সেই ভোটারের উৎসব, সেই ভোটারের উল্লাস, সেই ভোটারের 'উন্নত মম শির' প্রত্যাশা করি।

এম হাফিজউদ্দিন খান

আমাদের ১৯৯১ সাল থেকে যে গণতান্ত্রিক ধারা রয়েছে সে ধারায় তিনটি ইলেকশন হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র অর্জিত হয়নি। আমাদের দেশে এখনো আমরা বলি ইলেকটেড ডিকটেটরশিপ চলছে। পার্লামেন্টের ভূমিকা খুবই নগণ্য। পার্লামেন্ট কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না জাতীয় জীবনে। সামনে ইলেকশন নিয়ে তো ভীষণ রকমের একটা কনফেনট্রেশনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা জাতির জন্য অত্যন্ত হুমকিস্বরূপ এবং ক্ষতিকর। আমরা চাই আগামী নির্বাচনটা যেন সুষ্ঠু হয়, অবাধ হয়, নিরপেক্ষ হয়, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। সেই নির্বাচন করতে গেলে যেটা আমাদের দরকার, একটা নিরপেক্ষ শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন দরকার। যে নির্বাচন কমিশনের ওপর দেশ ও জাতির আস্থা আছে। সেটা আমাদের দরকার, সেটা আমাদের দাবি। আবার শুধু শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন করলেই হবে না। নির্বাচনী আইন যেসব আছে অর্ডার থেকে আরম্ভ করে অতীতে যেসব রুলস হয়েছে, রেগুলেশন হয়েছে, সেগুলোর অনেক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে। তা না হলে শুধু নিরপেক্ষ লোক দিয়ে, গ্রহণযোগ্য লোক দিয়ে নির্বাচন করলেই হবে না। তাদের ক্ষমতায়ন করতে হবে। অর্থাৎ আইনের সংস্কার করতে হবে। নির্বাচনে আচরণবিধি না মানলে কী করা যাবে। শাস্তির ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা দরকার। কালো টাকার প্রভাব থেকে নির্বাচনকে মুক্ত রাখার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার, সেগুলো করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের থাকবে।

ভোট দিতে গেলে আমাকে জানতে হবে ক্যান্ডিডেট সম্পর্কে। সে জন্য আপনারা জানেন গত বছর মে মাসে হাইকোর্টে একটা অর্ডার হয়েছে। আট দফা ডিক্লারেশন। এখন সময় নিয়ে সমস্যা হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে অর্ডার দেওয়ার পর নির্বাচন কমিশন বলছে যে এটা ম্যানডেটরি নয়। একটা দলিল পাওয়া গেছে হাইকোর্ট থেকে, আমরা এটাকে ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থে সৎ মানুষকে আনার চেষ্টা করি। সেটা না করে নির্বাচন কমিশন নেগেটিভ রোল প্লে করছে। অর্থাৎ বলছে এটা বাধ্যতামূলক নয়, এটা ঘোষণামূলক। এটা যদি ব্যবহার করা হতো তবে তা দেশের জন্য সবার জন্য উপকার হতো এবং আমরা চাই প্রত্যেক প্রার্থী ডিক্লারেশন দেবে। তার অ্যাসেট, লায়াবিলিটিস, তার সম্পদের উৎস, ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না, তার লেখাপড়া কী–এগুলো দেখেশুনে ভোট দেব।

অ্যাডভোকেট রওশন আরা পপি

রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। কিন্তু আমরা বিরোধী দল-সরকারি দল অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে আমরা বাঁচতে চাই। আমি মনে করি কেউ কারও ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে সবাই একত্র হয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন আমরা ভবিষ্যতে আশা করি। একজন সচেতন ব্যক্তি হিসেবে, সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা চাই সুন্দর ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

অ্যাডভোকেট হামিদুল হক

সংসদীয় রাজনীতি চালু হলেও সংসদ এবং সাংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে সাংসদদের যেমন জ্ঞানের অভাব, তেমনি আমাদের নাগরিক সমাজের মধ্যেও সচেতনতার অভাব যথেষ্ট। এই পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নকারী সংস্থা না হয়ে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। জাতি এ থেকে পরিত্রাণ চায়। পার্লামেন্টে যারা মেম্বর হবেন, তারা শুধু আইন প্রণয়নের কাজগুলো বা দেখাশোনার কাজগুলো করতে পারবেন। কোনো খবরদারি করতে পারবেন না। আমাদের দেশের সুশীল সমাজ বা যাদের আমরা ভালো মানুষ বলে মনে করি সেই লোকগুলোকে রাজনীতিবিমুখ করে রাখা হয়েছে। তাদের আজকে রাজনীতিতে অংশ নিতে হবে। রাজনীতিকে আদর্শভিত্তিক চেতনার ওপর দাঁড় করাতে হবে।

মোহাম্মদ জামাত খান

রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতার কারণেই কিন্তু সারা বাংলাদেশে সামাজিক সংগঠনগুলো গড়ে উঠেছে। কালো টাকার মালিকদের যদি আমরা বয়কট না করতে পারি, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অবশ্যই খারাপ। অনেক দেশপ্রেমিক মানুষ আছে যারা ভয়ে সংসদ নির্বাচন, পৌর নির্বাচন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দাঁড়ায় না। কারা দাঁড়ায়? যারা খারাপ মানুষ তারা এবং এই খারাপ মানুষের ভয়ে যারা ভালো মানুষ তাদের খোঁজ আমরা পাই না। তার জন্য আমরা মনে করি এই সংলাপেই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে কারা আমাদের ভালো মানুষ। কাদের ভোট দিলে আমাদের দেশ রক্ষা হবে।

প্রফেসর জিল্লুর রহমান

আমাদের বেশির ভাগ লোক অশিক্ষিত। তাদের মোটিভেটেড করা বা শিক্ষা দেওয়া খুব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের বেশির ভাগ লোক না বুঝে বা মোটিভেটেড হয়ে বা চিন্তা না করে ভোট দিয়ে দেয়। সবার কাছে অনুরোধ করব যাতে আমরা ভালো চলতে পারি তার পন্থা বের করার চেষ্টা করতে এবং দেশটাকে সেই পথে এগিয়ে নিতে।

অধ্যাপক মলয় ভৌমিক

বিগত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো অনেক কালো টাকার মালিকদের প্রার্থী করেছিল। এখন যদি রাজনৈতিক দলগুলো চিন্তা করে, এবার আমরা সৎ প্রার্থী খুঁজব। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয় দুটো সমস্যা দাঁড়াবে। এক. রাজনৈতিক দলগুলো সৎ প্রার্থী খুঁজলে সেটা পাবে না নিজের দলের মধ্যে, বাইরে থেকে আনতে হবে। জনগণ বিভ্রান্ত হবেন, সৎ প্রার্থী কে? এই বিভ্রান্তি দূর করে আমার মনে হয় নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া দরকার। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আর্মি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। পুলিশ, বিডিআর ও আর্মিকে কারা নিয়ন্ত্রণ করবেন, সেটা এখানে সুনির্দিষ্ট কিছু আসেনি। সুতরাং সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে তাদের আনার একটা প্রস্তাব থাকা দরকার। আমরা নাগরিক সংলাপের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রস্তাব নিয়ে আসছি। এর গন্তব্য কোথায় হবে? আমরা কি একটা অরাজনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এটার সমাধানে আসতে চাচ্ছি। আমি মনে করি একটা

রাজনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই এ সমস্যার সমাধান করা দরকার। যতই ঘুণে ধরে পচে যাক আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সেই পচে যাওয়া ব্যবস্থাটাকেই রিপিয়ার করতে হবে।

অ্যাডভোকেট আব্দুল হাদি

দেশের মালিক আমরা নাগরিকেরা। আমরা কিছুক্ষণের জন্য কোনো কিছু চালানোর দায়িত্ব কাউকে দিলাম। তাদের দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি দিলে সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার। আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য। সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা। সেই ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা যে ব্যক্তি নিজেকে নয়, দলকে নয়, ব্যক্তিকে নয়; দেশকে সর্বোচ্চ মনে করে, যার মাধ্যমে দশের উপকার হবে। অর্থের বা দলীয় প্রভাবের কারণেই হোক একজন অযোগ্য লোককে নির্বাচিত করলাম আর আশা করলাম যে এর কাছে ভালো কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির কাছে যে ভালো কিছু পাওয়া যায় না, এটা আমরা ভুলে গেলাম। তাহলে দোষটা হলো কার? যারা নির্বাচিত হয়ে শোষণ করলেন, শাসন করলেন, আমি তো বলি তার চেয়ে দায়ী যারা নির্বাচিত করল অসৎ-দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিকে।

সাজ্জাদ হোসেন মুকুল

গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়ে আমরা কথা বলি এবং তাদের নিয়ে মূলত আমরা রাজনীতি করে থাকি। অনেক বক্তা বলেছেন যে এই কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছাবে কি না। এর প্রতিফলন বা সুফল তারা কতখানি পাবে। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশ সরকারের যে কটা মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ আছে, সবগুলোর উন্নয়ন ঘটে কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে। এখানে আমরা শুধু রাজনৈতিক দল বা নেতাদের দুর্নাম-বদনাম করছি। নির্বাচন প্রভাবিত করার কথা বলছি। কালো টাকার কথা বলছি। কিন্তু এখানে দেশের যে আমলা আছে ওরা নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করে, কিছুদিন আগে নির্বাচন অফিসার পদে দলীয় বেসিসে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের দ্বারা কীভাবে ভালো নির্বাচন আশা করা যায়? এটা কিন্তু একটা প্রশ্ন। আমলাদের আচরণ কী হবে, তাদের ভূমিকা কী হবে, তাদের দায়িত্ব কী হবে, তাদের জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত হবে। এটা নিশ্চিত হলেই নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। শুধু যোগ্য প্রার্থী খুঁজে লাভ নেই।

অনিল মারাণ্ডী

বাংলাদেশে নির্বাচন এলে উৎসব উৎসব ভাব দেখা যায়। এটা দেশের জন্য ভালো। কিন্তু একটা গোষ্ঠীর জন্য চাপা আতঙ্ক। আতঙ্ক নির্বাচনের পর একটা দীর্ঘমেয়াদি চাপা রূপ নেয়। তাদের জমি হয়তো কেউ আধি করে, জমি হাতছাড়া হয়। নির্যাতন এক রকম ছিল অন্য দল এলে কী রকম হবে–এসব বিষয় বিরাজ করে। আমরা আদিবাসীদের বন্ধু খুঁজতে খুঁজতে আজ পর্যন্ত ৩০-৩৫ বছর পার করলাম। আদিবাসীদের মঙ্গল চান এ রকম কোনো বন্ধু আমরা পাইনি। আদিবাসীরা নির্বাচন থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। তারা চায় তাদের জন্য কিছু একটা করুক এ রকম প্রার্থী। সৎ প্রার্থী সমগ্র বাংলাদেশের জন্য কাম্য। আমাদেরও কাম্য। আমরা চাই, আমরা সাংগঠনিকভাবে বলেছি আদিবাসী প্রার্থী দিতে হবে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়। সব দলের কাছে আমাদের আবেদন, আদিবাসীদের মন্ত্রণালয় দিতে হবে এবং আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কল্পনা রায়

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ চাই এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে নিরাপত্তা চাই। নির্বাচনের পর ২০০১ সালের মতো গণধর্ষণের শিকার হতে চাই না। দ্বিতীয়ত, ব্যবসায়ী, আমলা, কালো টাকার

মালিককে আমরা ভোট দেব না। তৃতীয়ত, নারী উন্নয়ন নীতিমালা ৯৭ মৌলিক ধারাগুলো পরিবর্তন করা হয়েছে। নারী সমাজ থেকে আমাদের আবেদন রাজনীতিবিদদের কাছে, আগামী নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহারে তাদের যেন সুস্পষ্ট অঙ্গীকার থাকে, নারী উন্নয়ননীতি যেটা পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা পুনর্বহাল করা হবে।

ড. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান

কিছুদিন আগে জাতীয় সংসদের একটি সমাপনী অধিবেশনে একটা প্রস্তাব এসেছে, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী যেন তাদের সম্পদের হিসাব দেন। সে বিষয়ে আমরা কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য সরকারি দলের কাছ থেকে পাইনি। আমি মনে করি এখানে যারা উপস্থিত আছি, বড়ো দুই দলের এবং আরও রাজনৈতিক দলের নেতাদের সম্পদের হিসাব নির্বাচনের আগেই দেওয়া উচিত। অনেকেই এখানে সৎ এবং দক্ষ নির্বাচন কমিশনের কথা বলেছেন। আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি নির্বাচন কমিশনার যারা হবেন বা প্রধান নির্বাচন কমিশনার যারা হবেন তাদের অবশ্যই ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমার প্রস্তাব হলো যে বর্তমানে যে নির্বাচন কমিশনার আছেন এবং তার সঙ্গে যে দুজন নির্বাচন কমিশনার আছেন, অচিরেই তারা যদি চলে না যান তাহলে বাংলাদেশে সহজ নির্বাচনের পথ উন্মুক্ত হবে না।

মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল

আজকে প্রত্যেক নাগরিক যে যে জায়গায় অবস্থান করেন, আজকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন, বিভিন্ন পেশায় রয়েছেন। তারা যদি তাদের জায়গায় সঠিক দায়িত্ব পালন না করনে, সৎ পেশার মানসিকতাটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু লাভ নাই। একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বলেই যাচ্ছি। আমরা নিজের অবস্থানটা কী এ প্রশ্নটা কিন্তু কেউ করছি না। আগামী নির্বাচনকে যদি কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চাই। যদি পোস্টারমুক্ত নির্বাচন করি। আমরা যদি ব্যানারমুক্ত নির্বাচন করি। মনে হয় যে টাকার প্রভাবটা কমে যাবে।

২০০৭ সালের নির্বাচনে অবশ্যই আপনারা সৎ লোক, যোগ্য লোককে নির্বাচিত করবেন। আগামী শতকে আমরা জাপান কোরিয়া সিঙ্গাপুরের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই।

অ্যাডভোকেট এপ্তাজুল হক বাবু

আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলছি, আমরা সুশাসনের কথা বলছি, কিন্তু আমরা আইনজীবীরা দ্বিধাবিভক্ত। এই বিভাজনের কারণে আমাদের দেশে উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর যে উত্থান ঘটেছে সে ব্যাপারে আমরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারিনি। ঠিক অনুরূপভাবে সারা বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ক্রসফায়ার চলছে, তার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ভূমিকা নিতে পারছি না। অতীতে আমরা দেখেছি আমাদের বাংলাদেশে এ ধরনের সংলাপের মধ্য দিয়ে রাজনীতিবিদদের সচেতন করার প্রক্রিয়াটা ছিল না। আজকে বাংলাদেশে যে সেক্টরের দিকে আপনি তাকাবেন, প্রশাসনের দিকে তাকান, শিক্ষা ক্ষেত্রে তাকান, কৃষি ক্ষেত্রে তাকান, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তাকান, সব দিকে আজকে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে যিনি প্রধান আছেন তিনি একজন বিচারপতি হওয়ার পরও আজকে জাতির সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। এই যে সংলাপগুলো হচ্ছে বিভিন্নভাবে এর আরও প্রচার করতে হবে।

ওহিদুর রহমান

জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুশীল সমাজের এই নাগরিক সংলাপ নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। আপনারা নির্ধারণ করেছেন এগুলো প্রকৃতই গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ। সেই বিচারে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোকেই। যোগ্য প্রার্থী নির্ধারণের মাপকাঠি আজ নুতন কিছু নয়। খণ্ডিত আন্দোলন বলে বাস্তবে কিছু নেই। সামগ্রিক যুদ্ধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দলীয়করণের বিরুদ্ধে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে। সুশীল সমাজের জাতীয় ভিত্তিতে একটি কাঠামো আছে বলে আমরা জানি। কিন্তু তা কি সুসংগঠিত এবং সিরিয়াস? জেলায়-উপজেলায় সাংগঠনিক বিস্তৃতি উপেক্ষা করার জো নেই। শুরু যখন করেছেন তখন আপনাদের শেষ করতেই হবে। কেননা আপনারা সঠিকভাবেই বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ক্ষেত্রে যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান সওদাগর

আমরা যারা জাতীয় নির্বাচন করি, ঋণখেলাপি কোনো লোক কোনো ব্যক্তি নির্বাচন করতে পারে না। এটা একটা আইন। কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক ঋণখেলাপি অনেক ব্যবসায়ী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার পদ অলংকৃত করেন। আমরা আপনাদের মাধ্যমে একটা সুনির্দিষ্ট আইন চাই যে কোনো ঋণখেলাপি পরবর্তী সময়ে কোনো ব্যবসায়ী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে না।

আবুল কালাম আজাদ

সুশীল সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি করে আগামী দিনে আমরা কীভাবে জবাবদিহিমূলক সরকার করতে পারি, এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।

ইউরোপসহ বহু দেশে রয়েছে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনী ব্যবস্থা। শুধু সংখ্যানুপাতিক নয়, বর্তমান যে ব্যবস্থা আছে এ ব্যবস্থাও আছে। আমরা যারা সুশীল সমাজে অংশগ্রহণ করছি তারা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হোন, তাদের সংস্কার করুন। যদি সেটাও সম্ভব না হয়, বড়ো বড়ো রাজনৈতিক দল ছাড়াও এমন সব রাজনৈতিক দল আছে, যারা এই মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক দর্শনের বিপক্ষে এবং যারা সৎ এ দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে তাদের শক্তিশালী করুন। আগামী দিনে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করুন এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা বাস্তবায়িত করুন।

অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক

এখনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যথেষ্ট সৎ প্রার্থী রয়েছেন। আসলে রাজনীতি আজকে কমপ্লেক্স হয়েছে। এ কমপ্লেক্স কারা করেছে, কোত্থেকে এসেছে? রাজনীতিবিদেরা করেছেন, না কোনো এক বিশেষ ছাউনি থেকে এসে করা হয়েছে। আমাদের ভাবতে হবে এবং সেই নিরিখেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

মনে হচ্ছে নির্বাচনের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় কালো টাকা। আমি এ কথা মানতে রাজি নই। কালো টাকা অবশ্যই নির্বাচনের একটি অন্তরায়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় নয়। সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় যারা নির্বাচনের রক্ষক তারাই নির্বাচনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, নির্বাচনকে প্রভাবিত করছে।

আজকে যখন বলা হচ্ছে স্বচ্ছ বাক্সের কথা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দিতে চাচ্ছে। তখন আমরা সেটা গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ যদি বাক্স স্বচ্ছ হয়, আমাদের কায়দাকানুন অনেকেই ধরা পড়বে। আমরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী দেখেছি। অনেক ভাই বলেছেন, যাদের হাতে অস্ত্র আছে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমি দেখেছি আমার নির্বাচনী এলাকায় মানুষকে চার দিন আগে পেটানো হয়েছে। যাতে তারা

তাদের মত প্রকাশ করতে না পারে। এমন অবস্থা অনেক জায়গায় হয়েছে। আমাদের আশপাশে, নওগাঁর প্রায় সব অঞ্চলেই একই অবস্থা। '৮৬ ও '৯১-এর কিছু পার্থক্য আছে। আমি খোলাখুলিভাবে বলতে চাই। '৮৬-তে আমরা দেখেছি রক্ষকরা সব জায়গায় একই ভূমিকা পালন করেননি। যার যার দায়িত্ব ছিল তিনি তার ইচ্ছামতো কাজ করেছেন। ২০০১ সালে; আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হাফিজউদ্দিন সাহেব আছেন, সরকারের কোনো নির্দেশ ছিল কি না উনিই ভালো জানেন আমার চেয়ে।

এই যে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কালো টাকার চেয়ে বড়ো শক্তভাবে আমাদের ঘাড়ের ওপর চেপে বসেছে। এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া দরকার। অনেকে বলেছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে হবে। আমি বলতে চাই, ছাত্র সংগঠন থাকবে। তবে রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কোনো ছাত্র সংগঠন থাকবে না। তারা চরম দুর্যোগ মুহূর্তে হাল ধরবে জাতির পক্ষে জাতির কল্যাণের পক্ষে। আজকে আমার দলসহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের কাছে একটি আবেদন রাখব, আমরা আমাদের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যেন ছাত্রদের ধরে না রাখি। ছাত্ররা নিরপেক্ষভাবে জাতির কল্যাণে রাজনীতি করবে।

অধ্যাপিকা জিনাতুন্নেসা তালুকদার

সুশীল সমাজ আজকে যে নাগরিক সংলাপের আয়োজন করেছে, এটি নিঃসন্দেহে একটি শুভ উদ্যোগ এবং খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের আলোচনার ভেতর দিয়ে ভালো কিছু বেরিয়ে আসছে। আমরা যখন শুনছি আমাদের বিবেককে নাড়া দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে জবাবদিহিতা তৈরি হচ্ছে। ফলে আমাদের আরও শুদ্ধি হচ্ছে। আমি মনে করি জেলা পর্যায়ে, থানা পর্যায়ে যদি আমরা সচেতন মানুষের সামনে এভাবে যদি আলোচনা করি আমাদের ভেতরের বিবেক নাড়া দেবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি তৈরি হবে।

যোগ্য প্রার্থী বলতে আমরা জানি জনগণের গ্রহণযোগ্যতা যার আছে। সে-ই হবে যোগ্য প্রার্থী। যোগ্য প্রার্থীর আরেকটা গুণ বিনয় ও সহনশীলতা। অর্থনৈতিক অবস্থাটা কোনো ফ্যাক্টর নয়। আর নির্বাচন হতে হবে ফেয়ার। নির্বাচন কমিশনের পদত্যাগ আর কেয়ারটেকার সরকারের সংস্কার–এই দুটো এসে গেলেই মুক্ত নির্বাচন হলে আমরা নিঃসন্দেহে যোগ্য প্রার্থী পাব।

অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ কামরুল মনির

সারা দুনিয়ায় সিভিল সোসাইটি, সুশীল সমাজ একটা প্রেসার গ্রুপ। প্রেসার গ্রুপ ইন দ্য পলিটিক্যাল পার্টি। প্রেসার গ্রুপ ইন দ্য গভর্নমেন্ট। প্রেসার গ্রুপ ইন দ্য পার্লামেন্ট। প্রেসার গ্রুপ হিসেবে সারা দুনিয়ায় কাজ করে এবং এটা স্বীকৃত। এই যে আমাদের দেশে এই যে প্রেসার গ্রুপ সৃষ্টি হচ্ছে, এই যে সিভিল সোসাইটি যত শক্তিশালী হবে গণতন্ত্র তত কার্যকর হবে। একটা নির্বাচন হবে এটা যাতে ফেয়ার ইলেকশন হয় এই রাজশাহীর নাগরিকেরা যারা ভোট দেবে ঠিকমতো যাতে ব্যবহার হয় সেটা দেখার আমার দায়িত্ব আছে, আমার অধিকার আছে। এই ফেয়ার ইলেকশন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে এটা যাতে নিশ্চিত হতে পারে।

ফেয়ার ইলেকশনই কিন্তু গণতন্ত্রের গ্যারান্টি নয়। নাজিরাও ইলেকটেড হয়েছিল। ডেমোক্রেসির গ্যারান্টি হলো জবাবদিহিতা। প্রতিপদে জবাবদিহিতা থাকতে হবে এটাই হলো গণতন্ত্রের গ্যারান্টি। সংসদে যদি অপজিশন না থাকে তাহলে ওটা তো সংসদ হলো না। তখন ওয়ান পার্টি রুলড। খুবই তাড়াতাড়ি বিল পাস হয়ে যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পার্লামেন্টারি কমিটি ডাকে সিভিল সোসাইটির লোকজনকে। পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটি আমাদের মতো সিভিল সোসাইটির কাছে জবাবদিহি করে। অফেয়ার ইলেকশনে ইলেকটেড হয়ে ওয়ান পার্টি যদি গভর্নমেন্ট হয়ে যাবে অপজিশন জয়েন না করে।

তাহলে সেটা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য লজ্জাজনক। দেবপ্রিয় বাবু যেটা বলেছেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি যখন হবে এই দেশে, তখন লেট আস ড্রিম আমরা সেই স্বপ্ন দেখতে পারি যদি সিভিল সোসাইটি শক্তিশালী হয়।

অধ্যাপক সাইদুর রহমান খান

একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার, গণতান্ত্রিকভাব নির্বাচিত সরকার, তাহলে সেই সরকার গঠন করতে হলে প্রথমেই যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে যদি নির্বাচন কমিশনের সংস্কার না হয়, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশ একটা সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার–এ ব্যাপারে এখানে সুশীল সমাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের হাতে এমন কোনো ম্যাকানিজম নেই যে আমরা সরকারকে বাধ্য করতে পারি, বিরোধী দলকে বাধ্য করতে পারি। আমরা জনমত গঠন করতে পারি। এতে তো আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। যেটা সত্য সেটা আমরা স্পষ্ট করে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে জনগণকে বলতে পারি যে এই মুহূর্তে এটা করা দরকার। বিরোধী দল কি সরকারি দল এটা রাখবে কি রাখবে না সেটা তাদের ব্যাপার। আমি মনে করি প্রবল একটা জনমত এই সুশীল সমাজের ব্যানারে করতে পারি সরকার ও বিরোধী দল যাতে অবিলম্বে আলোচনায় বসে।

এই নাগরিক কমিটি থেকে এ দাবিটি উত্থাপিত হওয়া উচিত যে এই নির্বাচন কমিশনের সিইসি এবং আর দুজন কমিশনারের পদত্যাগ করতে হবে। সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে, যেটা সরকারের নির্বাহী কতৃত্ব থেকে মুক্ত থাকবে।

সরদার আমজাদ হোসেন

দেবপ্রিয়র পেপারে যেটা এসেছে রাজশাহীতে বিলো পাভার্টি লেভেল ৪৮ শতাংশ, পরে এটা কমে ৩৮ শতাংশে এসেছে। আসলে রাজশাহীতে ৬২ শতাংশ আছেন বিলো পাভার্টি লেভেলের। এখানে মঙ্গাপীড়িত এলাকা আছে। এখানে ক্ষুধার্ত এলাকা আছে। এখানে নদীভাঙনের এলাকা আছে। নবাবগঞ্জসহ পদ্মার ভাঙন এলাকাসহ যেসব এলাকা আছে, আমরা লক্ষ করছি যে রাজশাহী পিছিয়ে পড়ে আছে। এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী মহানগরী, আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। বলা হয় রেশম নগরী। কিন্তু এ রেশম নগরীতে কোনো রেশম কারখানা হয় না। এই রেশম নগরীতে সরকারি একটা রেশম কারখানা ছিল। সেই কারখানা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। রেশম নগরীতে যারা কর্মী আছেন, তারা কেঁদে বেড়াচ্ছেন। পরে যখনই একটা কিছু হয় তখনই আমরা ফিলার হিসেবে শুনি আবার রেশম কারখানা চালু হবে। কিন্তু রেশমের ক্ষেত্রে কোনোদিকেই রাজশাহী এগোচ্ছে না। ঢাকায় রাজশাহীর সিল্কের শাড়ি পাওয়া যায়। সেখানে লেখা আছে রাজশাহীর সিল্ক। অথচ সিল্ক যে প্রকৃতপক্ষে সীমাবদ্ধ কয়েকজনের হাতে গেছে। ভোলাহাটে রেশমের চাষ হয় না। রাজশাহীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে তুত চাষ হতো সেসব এখন আর হয় না। রাজশাহীতে এবার ইরি-বোরোর সময় ৪০ শতাংশ আবাদ কম হয়েছে। আবাদ কম হওয়ার জন্য ইরির সময় বোরোর সময় এখন খরা হচ্ছে। মাঠে এখন কোনো আবাদ নেই। মাঠ পুড়ছে। আশা করি আজকের যে পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে যে ভিশন তৈরি হবে সেই ভিশনে রাজশাহীর সমস্যাগুলো থাকবে।

ফজলে হোসেন বাদশা

এ সময়কালে রাজশাহী বিভিন্ন কারণে খবরের কাগজে প্রথম পাতায় জায়গা পেয়েছিল। তার মধ্যে কানসাটের আন্দোলনের কথা না বললে ওই মানুষগুলোর প্রতি অবিচার করা হয়। বৃহত্তর রাজশাহীর মানুষ যে লড়াই করতে জানে, ওই আন্দোলনে সেটা তারা দেখিয়ে দিয়েছে। ১৯ জন মৃত্যুবরণের পর নেপালের রাজতন্ত্রকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হলো আর বিদ্যুতের জন্য আমাদের এলাকার ২০ জন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কানসাটের আন্দোলন কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে হয়নি। তাই বলে কি সে আন্দোলনকে আমরা আমাদের আন্দোলন বলব না। এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই খুঁজে পেতে হবে। নির্বাচনব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। এর সংস্কার ছাড়া বিকল্প নেই। অনেকে বলেছিলেন, নির্বাচনের আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, নির্বাচনের পর ফলাফল গ্রহণ করবেন। আমি সে কথাটিই ঘুরিয়ে বলতে চাই। নির্বাচনে দাঁড়ানোর আগে আমরা নিশ্চিত হতে চাই, এ নির্বাচনব্যবস্থা সঠিক ফলাফল দেবে, নিরপেক্ষ ফলাফল দেবে। এটা আমরা নিশ্চিত হতে চাই।

এভারিস্ট হেমব্রম

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দেখা যায় যে এ সময় নির্বাচনের আগে আদিবাসীদের মানসিক চাপ এবং ভয়ভীতি প্রর্দশন করা হয়। নির্বাচনের পর আবারও মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনও করা হয়। যেটা অন্যদের করা হয় না এবং দেখা যায়, পরাজিত প্রার্থীর লোকেরা আদিবাসীদের গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় করেন। আবার যারা বিজয়ী তাদের কাছে কোনো কাজের জন্য গেলে বলা হয় যে তোমরা তো আমাকে ভোট দাওনি। আদিবাসীদের মনে করা হয় তারা দু-একটা রাজনৈতিক দলের সমর্থক অথবা ভোট ব্যাংক। এটার অবসান হওয়া দরকার। এ চিন্তা দূর হওয়া দরকার। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যে আসনগুলো আছে সেটা সংরক্ষিত করা এবং আদিবাসীদেরই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত করার, হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

গোলাম আরিফ টিপু

আজকের এ সংলাপের যে আয়োজন এটার পেছনে যেটা কাজ করছে, সেটা হলো যাদের নিয়ে আমরা কাজ করছি, মিলিত হয়েছি, সংলাপ কাজ করেছি, তারা এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজেদের দায়িত্ব, নিজেদের কর্তব্য এবং দয়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আমাদের নিজেদের মধ্যে জেগেছে সেটাকে আরও বেশি কী করে সংক্রমিত করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দেবেন। কারণ সিপিডির পক্ষে এটা সম্ভবপর নয় বিভিন্ন থানায় বা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সভা করা বা সংলাপ করা। আমরা আমাদের দ্বায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করব। নির্বাচন আমাদের আসন্ন। যার যার ভোট যেন যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারি। আমি, আপনি, এ দেশের নাঙ্গা-ভুখা সাধারণ মানুষ, নিরক্ষর মানুষ সেটা যেন আমরা করতে পারি।

হাসান আজিজুল হক

আজকে আমাদের সামনে যে সংলাপ হলো তার দুটো ভাগ করতে চাই। একটা হচ্ছে আজকের পরিস্থিতির বর্ণনা। আজকে বাংলাদেশ যেখানে দাঁড়িয়েছে, রাষ্ট্র হিসেবে তার রোমহর্ষক বর্ণনা আপনারা এখানে দিয়েছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের অতীতে এখানে কী হয়েছে। আমরা এ মুহূর্তে কোথায় দাঁড়িয়েছি। আমাদের অধিকারের কী হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার কী হয়েছে। আমাদের দেশের কী হয়েছে। দেশ কোথায় দাঁড়িয়েছে। সমাজ কেমন করে সংগঠিত হয়েছে, রাষ্ট্রশক্তি কীভাবে কাজ করেছে। সব আলোচনা হয়েছে। আমি মনে করি পরিপূর্ণ বিবরণ আজকে আমাদের সমাজের দেওয়া হয়েছে। এরপর কথা হচ্ছে, এই সমাজ এই রকম রাষ্ট্র আমরা চাই না। আমরা অব্যাহতি চাই।

আমরা চাই যে বাংলাদেশে বসবাসকারী সব মানুষ নির্বিঘ্নে বাঁচুক, নিরাপদে বাঁচুক, বাংলাদেশের সব সম্পদ মোটামুটিভাবে সমভাবে সবার মধ্যে বণ্টিত হোক, এটা আমরা চাই।

এই সংলাপ যখন শুরু হচ্ছে তখন আমি শুধু এটা জানতে চাইছি ঠিক কত দূর এবং কতটুকু আমরা করতে পারব। আমাদের এ করাটা যেন বাক্যবিন্যাস না হয় বা কতকগুলো বাগাড়ম্বর না নয়। আমরা বাস্তবিক পক্ষে এটা কী করে কার্যকর করতে পরব সেই প্রক্রিয়াটার কথা ভাবা দরকার। আমরা যখন বলছি যে এটা একটা প্রেসার গ্রুপ। খুব ভালো কথা। তাহলে এই প্রেসার গ্রুপটা প্রেসার দিতে পারছে কি পারছে না।

তাজুল ইসলাম বলেছেন কালো টাকা বড়ো সমস্যা নয়। এটা একটু রাগ করেই বলেছেন। কালো টাকা সমস্যা বটে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড়ো সমস্যা তাজুল ইসলাম বলেছেন আমাদের আমলাবর্গ। তাহলে আমরা যখন বলছি যে আমলাতন্ত্রটা ভয়াবহ ব্যাপার। এটা যদি সত্যি হয়, এটা সর্ম্পকে কী করা যেতে পারে। আমরা আমলাদের চাকরি খেয়ে ফেলতে পারব? আমরা জানি খুব ভালো করে জানি সেখানে পক্ষপাত হবে। সেখানে নানা রকম দুর্নীতি হবে। আমাদের ইতিমধ্য যেসব আমলারা এখানে আছেন আর কি। নানা কাজে নিযুক্ত হয়ে রয়েছেন। ধরা যাক সরকারিভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। দুরভিসন্ধিভাবে তাদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাদের কি ফিরিয়ে নেওয়া যাবে! আমরা কি সেই আন্দোলন করব এদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য? আমি এ জিনিসগুলোর জবাব জানি না। আমি অনুভব করি যে, এ জিনিসগুলো ফেইস না করলে বড়ো বড়ো কথা বলা ছাড়া আর কিছুই হয় না।

এখন বলা যেতে পারে যে আমাদের সরকারের কাছে, দলের কাছে যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন তাদের কাছে গিয়ে দেনদরবার করব। আমরা বলতে পারি যে বিরোধী দল আছে তার কাছে গিয়ে দেনদরবার করব। তারা সোজাসুজি বলে দেবেন আপনারা বুদ্ধিজীবী মানুষ, আপনাদের গায়ে সাদা জামা থাকে। আমাদের মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করতে হয়। আপনাদের কথায় কান দেওয়ার সময় আমাদের নেই। তাহলে এককথায়ই নাকচ হয়ে যাবে এই সংলাপের পুরো ব্যাপার-স্যাপার। সে ক্ষেত্রে সত্যি আমি যা বলেছি তা-ই যদি হয়, তবে সংলাপ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখি না। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে এ রকম পরিস্থিতিতে সংলাপটা কতটা কার্যকর করা যায়। কতটা বাধ্যতামূলক করা যায় যেসব কথা এখানে বলা হলো। এগুলো কী করে বাধ্যতা সৃষ্টি করতে পারে। অন্যেরা যেমন প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই সংলাপের আয়োজনকে আমি আর তা জানাতে যাব না। আমি এটুকু বলব, আমি এটাকে সম্পূর্ণভাবে অভিনন্দন জানাই।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

নির্বাচন কমিশন

- বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য দুই কমিশনারের উচিত পদত্যাগ করা।
- ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দিতে হবে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে হবে।
- নির্বাচন কমিশনে রিটার্নিং অফিসারদের নিয়োগ অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে দিতে হবে।

নির্বাচন ও প্রার্থিতা

- ভোটারের যদি কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যালট কাগজে 'না ভোট' দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ দুটি আসনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- একই দিনে পুরো নির্বাচন না হয়ে কয়েক পর্বে নির্বাচন হবে।
- ব্যক্তি নয়, শুধু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।
- নির্বাচনে প্রার্থিতার সময় প্রার্থীকে সঠিক তথ্য দিতে হবে।
- নির্বাচনে সম্পদের হিসাব দেওয়ার সময় আত্মীয়স্বজনের সম্পদের বিবরণও দিতে হবে।
- নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- নির্বাচনের সময় সামরিক বাহিনী নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে।
- রূপকল্প ২০২১-এর লক্ষ্যগুলোকে দলসমূহের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টোতে আনতে হবে।
- যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না।
- রাষ্ট্রীয় খরচে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার চালানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য জঙ্গিবাদ রোধ করতে হবে।

সংসদ ও সংসদ সদস্য

- যে দলেরই সাংসদ হোক, তাকে অঞ্চলের উন্নয়নের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- কোনো সাংসদ যদি এলাকাবাসীর আস্থা হারান, তবে সেখানে (রিকল সিস্টেমের মাধ্যমে) পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচন করা যাবে। এর মাধ্যমে সাংসদদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।
- সংসদ বর্জনের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৪০-৫০ দিন করতে হবে।
- সাংসদেরা শুধু আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করবেন।
- দলের বিরুদ্ধে মত দিলে তিনি তার সংসদ সদস্যপদ হারাবেন না।
- জবাবদিহিতা বাড়ানোর জন্য সংসদীয় কমিটিকে শক্তিশালী করতে হবে।
- প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী সংসদে আসনসংখ্যা বণ্টিত হবে।
- স্বাধীনতার সময় সাত কোটি মানুষের জন্য আসনসংখ্যা ছিল ৩০০। এখন জনসংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে।

ভোটার ও ভোটার তালিকা

- মঙ্গা এলাকায় বিশেষভাবে ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে, কারণ এসব এলাকার মানুষের প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করতে হয়।
- আদিবাসী প্রতিনিধিদের সঠিক ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

সরকার, মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিত্ব

- প্রাপ্ত আসনসংখ্যার ভিত্তিতে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে।
- প্রবীণদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।
- আদিবাসীদের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে।
- পেশাভিত্তিক মন্ত্রিত্ব প্রদান করতে হবে।
- ♑⬥♋🕘☪❍ ♍⌧♊❖⑦♌♓ ⑥☆⑦♐ ✌❖🕛⬥♏😐 ⑥😐❖✞❖ ♉❖😐⑦♏ ☝♏⬥ ☝♓ ⬥♐⬥❊⑦☪ ♑⬥♋🕘☪❍ ♍⌧♊❖♌ 😐♓⑦☪ ■⑦♏✿

♓❖☼⑨♌⬥☪😐 ♊♏

- রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

- দুর্নীতি দমন কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

সুশীল সমাজ ও নাগরিক আকাঙ্ক্ষা

- গ্রামের সাধারণ মানুষকেও সুশীল সমাজের এসব কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
- নির্বাচনের আগের সময় বাদে অন্যান্য সময়েও সুশীল সমাজকে এ কার্যক্রম চালাতে হবে।
- সম্ভব হলে সুশীল সমাজকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ২২টি নাগরিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে 'ভোক্তা অধিকার' অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- স্বাস্থ্যের অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে 'অসুস্থ অধিকার' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।:n: